আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪

International Nurses Day 2024

রবিবার, ১২ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।'

'Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care.'

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনা: নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ❑ সহযোগিতা: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও বাংলাদেশে 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আজ ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ও আধুনিক নার্সিং পেশার স্থপতি মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিনে বিশ্বের সকল নার্সকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care.' অর্থাৎ 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।' যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন নার্সিং প্রতিষ্ঠানসহ এ পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি, নার্সিং সেবা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৪,১০৭ নতুন পদ সৃজন ও ৩৫,০০০ নার্স নিয়োগ দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমানে আরও ১০,০০০ পদ সৃজনসহ সকল শূন্য পদে নার্স নিয়োগ প্রদানের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

স্বাস্থ্য সেবায় নার্সিং একটি মহৎ পেশা। বিশ্বে স্বাস্থ্যখাতের মোট জনবলের প্রায় ৫০% নার্স, যারা স্বাস্থ্য সেবার মূল চালিকা শক্তি। বর্তমানে সারা বিশ্বে নার্সিং পেশার গুরুত্ব ও সুনাম বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্লেষণমূলক সংস্থা নার্সিংকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত পেশা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কোভিড- ১৯ মহামারি চলাকালীন জনগণের সেবায় নার্সদের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি যুব সমাজকে নার্সিংকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার আহ্বান জানাবো। এতে শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

নার্সিং পেশাকে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও সম্মানজনক পেশা হিসেবে গড়ে তোলাই ছিলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম একটি লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আসন সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নার্সিং এ উচ্চশিক্ষা (স্নাতকোত্তর) ও গবেষণার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (NIANER) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স অব সাইন্স ইন নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। আমি চাই, দেশের অন্যান্য পেশার ন্যায় নার্সিং পেশাও এগিয়ে যাবে। বর্তমান সরকার নার্সিং পেশাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমি আশা করি নার্সরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করার মাধ্যমে 'রূপকল্প- ২০৪১' বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ সামন্ত লাল সেন

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আধুনিক নার্সিং এর প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ২০৪ তম জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care.' যার ভাবার্থ 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।' দিবসটির গুরুত্বের প্রাসংঙ্গিকতায় প্রতিপাদ্যের এই বিষয়টি অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

একটি দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নার্সদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যখাতে নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে এবং নার্সদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দানকারী প্রতিষ্ঠান যা এদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। ফলশ্রুতিতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে মা ও শিশু মৃত্যুহার। স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি এ্যাওয়ার্ড এবং সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। মা ও শিশুর টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাক্সিন এন্ড ইমুনাইজেশন (গ্যাভি) কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। এ সব অর্জনের ক্ষেত্রে নার্সদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায়ও আমাদের নার্সগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের কাছে আরো সহজলভ্য ও টেকসই করার লক্ষ্যে নার্সিং সেবাকে আরো দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আজ ১২ মে, ২০২৪ আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল নার্সদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care.' যার বাংলা অনুবাদ 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।' স্বাস্থ্যসেবার উৎকর্ষ সাধনে নার্সিং খাতে বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। তাই নার্সিং পেশার প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্যটি একটি সময় উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান।

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুশিক্ষিত ও সম্মানজনক নার্সিং পেশা গড়ে তোলার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নার্সবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেন এবং কর্মক্ষেত্রে নার্সদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি ও পদোন্নতি প্রদান করেন। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সর্বাধিক সংখ্যক নার্সের পদ সৃজন ও নিয়োগ দিয়েছেন। বিশেষায়িত নির্দিষ্ট রোগীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষায়িত নার্স তৈরি করা হয়েছে, যা স্বাস্থ্যখাতকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে এবং এর ফলে স্বাস্থ্য সেবার মান কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান সরকার নার্সিং সেবা সম্প্রসারণে বদ্ধপরিকর। সরকার এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যা বাস্তবায়িত হলে নার্সিং পেশার উৎকর্ষতা আরো বৃদ্ধি পাবে, জনগণ কাঙ্খিত সেবা পাবে এবং 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে এ দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমি আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম

আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি

মাকসুরা নূর এনডিসি

আজ ১২ মে। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আধুনিক নার্সিং পেশার স্থপতি মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিনে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। আজকের এই দিনে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের নার্সগণকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের অবদান ও তাদের কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এই দিবসটি নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশেও প্রতি বছর এই দিবসটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care. অর্থাৎ, 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।' আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪ এর এই প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। বিশ্বব্যাপী নার্সিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

যেকোন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নার্সগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হন। শত শত বছর ধরে পরমযত্ন ও সহানুভূতির সাথে রোগীদের সেবা প্রদান করে আসছেন আমাদের নার্সগণ। নার্সগণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে রোগীর নার্সিং সেবা প্রদান করেন। ক্লিনিক্যাল সেবা ছাড়াও তারা কমিউনিটি পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকেন। দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ তথা সুস্থ ও নিরোগ জাতি গঠনে নার্সদের অবদান অগ্রগণ্য। স্বাস্থ্যখাতে নার্সরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তা কোভিড-১৯ মহামারিতে আবারও প্রমাণিত হয়েছে। করোনা মহামারিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নার্সগণ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা রোগীর স্বাস্থ্যসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, যা সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে নার্সিং সেক্টরের উন্নয়ন শুরু হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। তিনি ইস্ট পাকিস্তান নার্সিং কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল নামকরণ করেন এবং নার্সিং সেক্টরকে শক্তিশালীকরণ ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। পরবর্তীতে সে অনুযায়ী ১৯৭৭ সালে সেবা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে নার্সিং পেশার মানোন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষিত নারীদের নার্সিং কোর্সে ভর্তির পরিকল্পনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং ২০২০ সালে তাঁর নির্দেশনায় অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় নার্সিং সেক্টরের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। চাকরিতে প্রবেশে ২য় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান, সরকারি চাকরিতে প্রায় ৩৪ হাজার নার্স নিয়োগ, নার্সিং কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা এসএসসি হতে এইচএসসি-তে উন্নীতকরণ, চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু, তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স কারিকুলাম আধুনিকায়ন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ৩৮টি নতুন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা (১৬টি কলেজ ও ২২টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট), ২৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীতকরণ, ১১টি নতুন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন, জাতীয় নার্সিং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়ানার) প্রতিষ্ঠা, দেশে নার্সিং বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু, বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্সকে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য বিদেশে প্রেরণ, বিশেষায়িত নার্স তৈরির লক্ষ্যে প্রায় ৫০০ নার্সকে বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান, নার্সদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং সরকারি হাসপাতালের ২০ হাজারের অধিক নার্সকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫২৮ জন নার্সকে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রদান এবং উন্নত বিশ্বে দক্ষ নার্স জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সরকারের আমলে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০৯ সালের আগে সরকারি স্বাস্থ্য খাতে নার্সের পদ ছিল ১১,৮৫৭টি। বর্তমানে নার্সের পদ সংখ্যা ৪৫,৫৬১। ২০০৯ সালের আগে নার্সদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল একেবারেই সীমিত যা বর্তমানে বেড়েছে বহুগুণে। ২০০৯ সালের আগে দেশে বিশেষায়িত নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিলো একবারেই নগণ্য। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে আইসিইউ, সিসিইউ, জেরিয়াট্রিক, পেডিয়াট্রিক, ওটি, অপথালমোলজিসহ বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল বিষয়ে নার্সদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বে রুগীর তুলনায় নার্স সংকট ছিলো প্রকট। বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় এই সংকট অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নার্সের সংখ্যায় আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে নার্স স্বল্পতা মোকাবেলায় সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন বৃদ্ধি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭৪ টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করেছে সরকার। বর্তমানে প্রতিবছর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীদের নার্সিং কোর্সে (ডিপ্লোমা ও বিএসসি) ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর আরো ১০,০০০ নার্সের নতুন পদ সৃজনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ ও হাসপাতালে রোগীর সর্বোত্তম নার্সিং সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা ও ইউনিভার্সেল হেলথ কভারেজ অর্জন করতে আমাদের নার্সগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। কর্মক্ষেত্রে নার্সগণের সর্বাঙ্গীন সফলতা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে সকল নার্সের জন্য রইলো শুভ কামনা। জয় বাংলা। ❑

লেখক: মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর।

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ১২ মে ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকল নার্সদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Our Nurses. Our Future. The economic power of care.' অর্থ 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।' যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে নার্সিং সেবার বিকল্প নেই। নার্সিং খাতে বিনিয়োগ আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল তৈরিসহ নার্সদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। গুনগত নার্সিং সেবা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

স্বাস্থ্যসেবায় নার্সিং পেশার গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সদেরকে ২য় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান করেন। দক্ষ নার্স তৈরি ও এ পেশার সম্প্রসারনে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। উল্লেখ্য যে, জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্স পদায়ন করেছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আরও নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে। সেবা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার দেশ-বিদেশে নার্সদের উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

আশা করি আমাদের নার্সগণ টেকসই লক্ষ্যমাত্রা 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দিবসটি পালন করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি দিবসটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডা. মোঃ টিটো মিঞা

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস নার্সিং পেশায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ দিবস উপলক্ষ্যে আমি সকল নার্সকে শুভেচ্ছা জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care.' অর্থাৎ 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।' প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহন করেন। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ট নেতৃত্বে দেশের স্বাস্থ্য সেবার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবায় নার্সিং একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমান সরকার নার্সদের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান, বিপুল সংখ্যক নার্স নিয়োগ, নতুন পদ সৃজন, বিশেষায়িত নার্স তৈরি করা, নতুন নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নার্সদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচনের মাধ্যমে এ পেশাকে অনেক এগিয়ে নিয়েছে। টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নার্সরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।

আমি আন্তর্জাতিক নার্স দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. রোকেয়া সুলতানা

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ১২ মে 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য 'Our Nurses. Our Future, The Economic Power of Care.' অর্থাৎ 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।'

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের জীবনযাত্রার একটি মৌলিক অংশ। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে নার্সদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বহুমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নার্সদের গড়ে তোলার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলস ভাবে কাজ করছে। নার্সদের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদানের ফলে উন্নত সেবা প্রদানের পাশাপাশি নার্সদের উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পথ সুগম হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে নার্সদের মাস্টার্স কোর্স চালু এবং বিভিন্ন গবেষণা ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর ফলে নার্সিং শিক্ষায় সূচিত হয়েছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দেশে মাস্টার্স কোর্স শেষ করে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্স বিদেশে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছে। নার্সিং কারিকুলামকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশে দক্ষ নার্সের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি কানাডা, যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নার্সদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেশে বৈদিশিক মুদ্রা অর্জনের এক সম্ভাবনাময় দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

দেশের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে নার্সদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি নার্সগণ রোগীকে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে এবং কর্মক্ষেত্রে তার সঠিক বাস্তবায়ন করবে। আমি 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪' পালন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: আজিজুর রহমান

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নার্সদের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মানব সেবায় ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এবং তাঁর অনুসারী নার্সদের অবদান স্মরণ করে প্রতি বছর ১২ মে বিশ্বব্যাপী এ দিবস পালিত হয়। সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগনের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নার্সদের ভূমিকা অপরিসীম। বিষয়টি উপলব্ধি করে আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care. যার বাংলা অনুবাদ 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নার্সিং একটি সেবাধর্মী স্বাস্থ্য পেশা। এ পেশার উন্নয়ন ছাড়া স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে নার্সরা দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। করোনা মহামারি সময়ে আমাদের নার্সরা সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল নার্সিংকে একটি সুশিক্ষিত ও সম্মানজনক পেশা হিসেবে গড়ে তোলা। তাঁর এ স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নার্সিং পেশার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছেন। বিশেষ করে নার্সদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের পদ মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ, নতুন পদ সৃজনপূর্বক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্স নিয়োগ এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভবন নির্মাণ।

আমার প্রত্যাশা নার্সরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি আরোও নিষ্ঠাবান হয়ে নার্সিং পেশার ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখবেন। আন্তর্জাতিক নার্স দিবস-২০২৪ সফল হোক।

জয় বাংলা।

সাহান আরা বানু, এনডিসি

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

বাণী

আজ ১২ মে, ২০২৪ 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস'। বিশ্বের প্রতিটি দেশের ন্যায় এ বছরও আমাদের দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিবসটি পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care' অর্থাৎ 'আমাদের নার্স। আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থনৈতিক শক্তি, নার্সিং সেবার ভিত্তি।' ইংরেজি প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময় উপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নার্সিং স্বাস্থ্যসেবার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে দেশের নার্সিং পেশা যত বেশি উন্নত, সে দেশের স্বাস্থ্যসেবা তত বেশি আধুনিক ও মানসম্পন্ন। নার্স হলো সুস্থ্য মানুষ ও সমাজ গঠনে অপরিহার্য কারিগর যা একটি দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নার্সিং পেশাকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এবং সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করেছেন যা স্বাস্থ্যখাতে অগ্রযাত্রার একটি মাইলফলক। বর্তমান সরকার বিভিন্ন মেয়াদে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্সের নতুন পদ সৃজন ও নিয়োগ দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় নার্সিং শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের জন্য তদানীন্তন বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলকে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি) হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে। নার্সদের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পোস্ট গ্রাজুয়েট নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্স দেশ-বিদেশ হতে মাস্টার্স ও পিএইচডি-ইন-নার্সিং কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এ প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে।

এ মহতী দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পাশাপাশি দেশের সকল নার্সকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোঃ নাসির উদ্দিন
(উপসচিব)

Canada

MESSAGE

May 12, the International Day of the Nurse is an excellent opportunity to acknowledge the importance of nurses in providing healthcare services every day of the year. Nurses are the cornerstone of any health service, and this is true globally.

This year's theme is, "Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care." Any prosperous society requires access to quality healthcare services for all its citizens to improve the economic outcomes for all.

Canada is proud to partner with Bangladesh to joint priorities. Through the ProNurse project with Cowater International, we are supporting the Ministry of Health in their mandate to produce skilled and competent nurses. This project aims to strengthen nursing education, enhance the performance and professional status of nurses, and help nurses advocate for their profession.

This year, we are proud that, with Canada's support, the first Nurse Teacher Training Centre in Bangladesh is under construction in Dhaka. This modern facility, paired with an exceptional faculty, will improve the quality of nurse teachers. These nurse teachers will go on to train future nurses to provide high quality services to their communities in line with "Our Nurses. Our Future. The Economic Power of Care."

On behalf of Canada, we thank all nurses in Bangladesh for their commitment and contribution on this International Day of the Nurse.

Dr. Lilly Nicholls
High Commissioner of Canada to Bangladesh

World Health Organization

MESSAGE

On the occasion of International Day of the Nurses, observed on May 12, I extend my heartfelt congratulation and gratitude to all the nurses in Bangladesh and worldwide for their outstanding and dignified health care services. Nurses hold a pivotal position within our healthcare systems. They play a vital role in delivering the promise of "leaving no one behind" towards achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Their invaluable contributions to our national and international health priorities, including but not limited to addressing non-communicable diseases, mental health, emergency preparedness and response, patient safety, elderly care, and more are commendable.

The International Council of Nurses set this year's theme as "Our Nurses. Our Future. The economic power of care." It is a call to action for all of us - professionals, stakeholders, and policymakers - to take tangible action on valuing and recognizing nursing care and calling for more investment in nursing education, training, and skills development. Research indicates that nursing teams that receive sufficient support and appropriate staffing levels can yield several benefits, including decreased rates of readmissions, shorter durations of hospital stays, and a reduction in overall healthcare expenses. The nursing profession serves as a significant source of employment, boasting over 95,000 registered nurses in Bangladesh. The nursing profession has now been seen as a respected profession. The transformation began in 2011, with the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's revolutionary act of promoting nurses to the Class-II position (Grade-10) at entry level in the government system. Presently, MOHFW employs more than 45,000 nurses across the country. These are remarkable achievements, but there is still room for improvement.

There are an estimated 29 million nurses worldwide and 2.2 million midwives (2020 data). WHO estimates that the world will need an additional 4.5 million nurses and midwives by the year 2030. The SDG Agenda 2030 is our chance to strengthen the health workforce and build back better after the COVID-19 pandemic.

In this context, WHO reiterates its commitment to supporting Bangladesh's nursing and midwifery sector by working closely with the government to address the shortage of professional positions, assess the demand and adequate supply of nurses in the labour market, and update our curriculums, accreditation mechanism, and information systems.

I wish all the very best to our nurses!

Dr Bardan Jung Rana
WHO Representative to Bangladesh

MESSAGE

I would like to extend my heartfelt gratitude to all nurses around the world, especially those in Bangladesh who tirelessly dedicate themselves to the betterment of healthcare and congratulate Directorate General of Nursing and Midwifery (DGNM) for their efforts on enhancement of nursing education and services in Bangladesh, at this occasion of celebrating the "International Nurses Day."

Japan International Cooperation Agency (JICA) has been supporting nursing education in Bangladesh, especially for the Bachelor of Science (BSc) in Nursing which was initiated in 2009 by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Currently, the Technical Cooperation Project "Capacity Building of Nursing Services Phase 2 (CBNS2)" is underway with the Ministry of Health and Family Welfare, which aims to improve the quality of nursing services and patient care in Bangladesh by strengthening nursing education. The project pursues this aim by introducing a wider choice of career plans and paths for nurses—not only for clinical nurses but also nursing managers, specialists, and researchers—towards the realization of the Universal Health Coverage in Bangladesh. In addition, by providing scholarships on master's and PhD at prominent Universities in Japan, several training programs, and essential resources, we strive to create an enabling environment where nurses can thrive professionally and make a significant impact on the health outcomes of communities across Bangladesh.

Nurses play a vital role in the positive transformation to build resilient healthcare systems and to reach Universal Health Coverage in Bangladesh. The increasing number of Non-Communicable Diseases (NCDs) with an aging population will require more nursing workforce and better quality of care. I believe Japan and Bangladesh can continue to work together for tackling global health issues and meeting the healthcare needs in this country, based on strong partnership and trust built during more than 50 years to Bangladesh provided by JICA.

ICHIGUCHI Tomohide
Chief Representative
Bangladesh Office
Japan International Cooperation Agency (JICA)